মেহেরপুরে নাশকতা মামলায় কারাগারে বিএনপির ৬ নেতা-কর্মী

নাশকতার মামলায় মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলুসহ ৬ নেতা-কর্মীকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত।

গতকাল বুধবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ দালতের বিচারক মো: শহিদুল্লাহ তাদের জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

আসামীরা হলেন গাংনী উপজেলা বিএনপি সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলূ, জেলা ওলামা দলের সভাপতি ইনামুল হক, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হক, গাংনী পৌর যুবদলের সহ সভাপতি মনিরুজ্জামান মনি, গাংনীর ২নং ওয়ার্ড বিএনপি সভাপতি সুরেলী আলভী ও বিএনপি নেতা বিজয়।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তার স্ত্রী ডা জুবাইদা রহমানকে একটি মামলায় দণ্ড দেওয়ার প্রতিবাদে গত ২ আগস্ট গাংনীতে একটি বিক্ষোভ মিছিল করে বিএনপি।

আসাদুজ্জামান বাবলুর নেতৃত্বে ওই বিক্ষোভ মিছিল গাংনী শহরের প্রধান সড়ক প্রদিক্ষণ করে। এ মিছিল থেকে নাকশকতা সৃষ্টির অভিযোগে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করে পুলিশ। এ মামলায় আসাদুজ্জামান বাবলুকে প্রধান আসামি করে বিএনপির ৮ নেতাকর্মীর নাম উল্লেখ পূর্বক অজ্ঞাত আরও ২৫/৩০ জনকে আসামি করা হয়।

ওই মামলায় উচ্চাদালত থেকে ছয় সপ্তাহের আগাম জামিন পেয়েছিলেন আসামিরা। জামিনের মেয়াদ শেষে বুধবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতে উপস্থিত হয়ে জামিন আবেদন করলে আদালত তাদের জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন ।

মামলায় আসামিপক্ষের কৌশলী ছিল অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন ও কামরুল ইসলাম।

বর্ষা , নুসরাত, বিপাশা কারাগারে

মেহেরপুরে চাঞ্চল্যকর আটলান্টিকা হোটেল কাণ্ড ঘটনায় চাঁদাবাজি ও পর্ণগ্রাফি মামলার আসামি বর্ষা, নুসরাত ও বিপাশার জামিন বাতিল করে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুরের চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আবু বকর সিদ্দিকের আদালতে বর্ষা, নুসরাত ও বিপাশা জামিন আবেদন করে আত্মসমর্পণ করলে বিজ্ঞ বিচারক তাদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

মামলায় আসামি বিপাশার পক্ষে আইনজীবী আলমগীর হোসেন বলেন, আসামীর জামিন আদেশ বৃদ্ধির আবেদন করি। বিজ্ঞ আদালত জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন।

অপর আসামি নুসরাত ও বর্ষার পক্ষে ইয়ারুল ইসলাম আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন। সরকারি পক্ষে কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক কৌসুলির দায়িত্ব পালন করেন।

এর আগে গত ২১ জুন একই আদালত এই আসামিদের ৬ জুলাই পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দিয়েছিলেন।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, নুসরাত, বর্ষা রহমান, বিপাশা খাতুন, বাংলাভিশনের সাংবাদিক তুহিন আরন্য, ডিবিসি চ্যানেলের সাংবাদিক আবু আক্তার করণ, দেশ টিভির সাংবাদিক রেক্সোনা আরা, নিলুফার ইয়াসমিন রুপাসহ ১৭ আসামিকে অভিযুক্ত করে হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ড মামলায় পুলিশ আদালতে চার্জশিট দেয়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ ধারাসহ ২০১২ সালের পর্নোগ্রাফী নিয়ন্ত্রণ আইনের ৮(১),৮(২), ৮(৩), ৮(৪) ধারায় অপরাধ প্রাথমিকভাবে সত্য বলে প্রমানিত হওয়ায় আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা।

চার্জশিটে অভিযুক্তরা হলেন- বাংলাভিশনের মেহেরপুর প্রতিনিধি

মুস্তাফিজুর রহমান ওরফে তুহিন আরন্য, ডিবিসি টেলিভিশনের মেহেরপুর প্রতিনিধি আবু আক্তার করন, দেশ টিভির প্রতিনিধি রোকসানা আরা, এশিয়ান টিভির প্রতিনিধি মিজানুর রহমান জনি, কথিত সাংবাদিক নাজনিন খান প্রিয়া, ছন্দা খাতুন, আটলান্টিক হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুন জোয়ার্দার, আব্দুস সালাম, হাসিবুল হক জয়, নেহাল আল মুকিত, শাহাজান আলী, মোছা. রুপা, নুসরাত, বর্ষা, সুমন রহমান বিমান ও বিপাশা।

পুলিশের চার্জশিট থেকে জানা যায়, একটি নারী চক্র গড়ে তুলে মেহেরপুর শহরের আভিজাত শ্রেনীর হোটেল আটলান্টিকার মালিক মতিয়ার রহমান ও তার ছেলে মামুন বিভিন্ন ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা বা অভিজাত শ্রেনীর মানুষকে সুন্দরী নারী দিয়ে প্রেমের ফাঁদে ফেলে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে তা ভিডিও ধারণ করেন। এবং সেই ভিডিও দিয়ে ব্লাকমেইল করে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছিল। এই চক্রে বিভিন্ন এলাকার প্রায় ডজনখানেক সুন্দরী নারী জড়িত ছিলো।

উল্লেখ্য, গত বছরের ২২ নভেম্বর মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের মনোয়ার হোসেন নামের এক এনজিও কর্মী সদর থানায় নারী চক্রের প্রধান হোতা প্রিয়া খানকে আসামি করে দণ্ডবিধির ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ ধারায় একটি মামলা করেন।

কালীগঞ্জ অগ্রনী ব্যাংকে ঋন জালিয়াতি মামলার দুই আসামী কারাগারে

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ অগ্রনী ব্যাংকে জাল কাগজপত্র তৈরি ও মৃত ব্যক্তিদের নামে ভুয়া ঋণ তুলে প্রায় দুই কোটি টাকা আত্মসাতের ঘটনায় সাময়িক বরখাস্তকৃত ব্যাংক কর্মকর্তা আব্দুস সালাম ও কর্মচারী আজির আলীকে কারাগারে পাঠিয়েছেন বিজ্ঞ আদালত।

গতকাল বৃহস্পতিবার ঝিনাইদহ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতের বিচারক মোঃ আল আমিন মাতুব্বর তাদের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে

কারাগারে পাঠান। আসামী আব্দুস সালাম ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার ভেড়াখালী গ্রামের আব্দুল গনি বিশ্বসের ছেলে। অন্যদিকে আজির আলী কালীগঞ্জ উপজেলার কাশিপুর গ্রামের আব্দুল বারিক মন্ডলের ছেলে।

ঝিনাইদহ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতের পেশকার মানিরুল ইসলাম খবর নিশ্চিত করে জানান, আসামী আব্দুস সালাম ও আজির আলী সিআর ১৫৩/২২, ৩৬৮/২২ ও ৩৭৫/২২ মামলায় উচ্চ আদালত থেকে ৬ সপ্তার জামিনে ছিলেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার আসামীদের জামিন মেয়াদ শেষ হলে তারা ঝিনাইদহ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে হাজির হয়ে স্থায়ী জামিনের আবেদন করেন। বিজ্ঞ আদালতের বিচারক তাদের জামিন আবেদন বাতিল করে কারাগারে পাঠিয়ে দেন। জানা গেছে, অগ্রনী ব্যাংক কালীগঞ্জ শাখার ব্যবস্থাপক শৈলেন বিশ্বাস, ক্যাশ অফিসার আব্দুস সালাম ও মাঠ কর্মী আজির আলী গ্রাহকের নামে ভুয়া ঋন দেখিয়ে প্রায় দুই কোটি টাকা আত্মসাত করেন।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জের মনোহরপুর গ্রামের ইন্তাজ আলী, একই উপজেলার পুকুরিয়া গ্রামের আইনুল ইসলাম ও বদর উদ্দীন আদালতে মামলা দায়ের করেন। ২০২০ সালে ২৯ সেপ্টেম্বর ঋণ জালিয়াতির দায়ে সাময়িক বরখাস্ত হন ব্যবস্থাপক শৈলেন বিশ্বাস ও ক্যাশ অফিসার আব্দুস সালাম। এছাড়া মাঠ কর্মী আজির আলীকে চাকরীচ্যুতি করা হয়।

এ বিষয়ে পত্রিকায় তথ্য ভিত্তিক সংবাদ প্রকাশিত হলে আব্দুস সালাম ও আজির আলী বাদী হয়ে জেলার সাংবাদিকের বিরুদ্ধে আদালতে মানহানি মামলা করেন।

মেহেরপুর কারাগারের আসামির মৃত্যু

মেহেরপুর কারাগারে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে মো. মুনসুর আলী (৫১) নামের এক কয়েদিকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার মেহেরপুর জেনারেল

হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। বৃহস্পতিবার (২৪ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে মেহেরপুর কারাগার থেকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তাকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসেন। পরে রাত সাড়ে ৮ টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
মেহেরপুর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডাক্তার মকলেছুর রহমান জানান, শ্বাসকষ্ট ও ঠান্ডা জনিত রোগ নিয়ে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। কিছুটা সুস্থ্যও হয়ে উঠেছিল রোগী। হঠাৎ তার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। ধারণা করা হচ্ছে তার হঠাৎ হার্ট এ্যাটাক হয়েছিলো।।
মেহেরপুর জেলখানার জেলার মোঃ মখলেছুর রহমান জানান, গত ২২ নভেম্বর মঙ্গলবার তাকে নরশিংদী জেলখানা থেকে মেহেরপুর কোর্টের একটি মামলায় মেহেরপুর জেলখানাতে নিয়ে আসে। আজ বৃহস্পতিবার (২৪ নভেম্বর) বেলা ১১ টার দিকে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে আমরা তাকে দ্রুত মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসি। রাত সাড়ে ৮ টার দিকে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
মুনসুর আলী নরসিংদী জেলার রাইপুর উপজেলা শহরের সনু মিয়ার ছেলে। মেহেরপুর কোর্টে তার নামে প্রতারনার অভিযোগে ৪২০ ধারায় একটি মামলা রয়েছে। আগামী রবিবার সে মামলার শুনানির তারিখ নির্ধারিত রয়েছে।
মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য জেনারেল হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি কারা কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম কারাগারে

অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামের শামিম রেজা ওরফে শামিমকে জেলা কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত।

গতকাল রবিবার অতিগোপনে মেহেরপুরের একটি আদালতে শামিম রেজা আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করলে বিচারক তার জামিন না মঞ্জুর করে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

মেহেরপুর জেলা কারাগারের জেল সুপার মোখলেসুর রহমান মেহেরপুর প্রতিদিনকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে গত ১১ অক্টোবর উচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ থেকে তাকে ৬

সপ্তাহের জন্য পুলিশি হয়রানি না করার জন্য নির্দেশ দেন বিচারক বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি মো: খায়রুল আলমের বেঞ্চ। একই সঙ্গে ৬ সপ্তাহের মধ্যে তাকে নিম্ম আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন।

শামিম রেজা মেহেরপুরের কোমরপুর গ্রামের বিলু সর্দারের বড় ছেলে। তিনি রাশিয়ান ভিত্তিক অনলাইন জুয়া সাইট লাইন বেটের মাস্টার এজেন্ট।
এর আগে চলতি বছরের ২৫ আগস্ট শামিম রেজার বিরুদ্ধে অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে অবৈধ লেনদেনের অভিযোগে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ৩০(২)/৩৫ ধারায় মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন মেহেরপুর পুলিশের সাইবার অপরাধ বিভাগ। মামলায় শামিমসহ আরো ১৫ জনকে আসামি করা হয়।

মামলার অন্য আসামিরা হলেন-গোপালপুর গ্রামের আমিরুল ইসলামের ছেলে শিশির বিশ্বাস, নুরুপুরের বিল্লাল গড়াইয়ের ছেলে দিপু, কোমরপুর গ্রামের আনারুল মিয়ার ছেলে রুবেল, টঙ্গীর শরিফের ছেলে মো: পলাশ, মুজিবনগরের শিবপুরের মৃত শাহাজুলের ছেলে বিজয়, একই গ্রামের জিনারুলের ছেলে লিপু গাজী, মোনাখালী গ্রামের আজহারুলের ছেলে মিলন, সাইদুর রহমান খোকনের ছেলে সাগর, কোমরপুর গ্রামের বাশার বিশ্বাসের ছেলে সজীব, ভাটপাড়া গ্রামের মৃত সিরাজ মণ্ডলের ছেলে বাবু, মেহেরপুর শহরের স্টেডিয়াম পাড়ার বখতিয়ার মাস্টারের ছেলে রুবেল, গাংনীর গাড়াডোব গ্রামের মৃত কিয়াম উদ্দিনের ছেলে আনোয়ার।
গত ১৩ অক্টোবর মেহেরপুর প্রতিদিনে ‘অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম অধরা’ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়। পরে ২০ অক্টোবর শামিম রেজাকে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ শিরোনামে ফলোআপ সংবাদ প্রকাশিত হয়।

জানা গেছে, তিন বছর আগে বাবার ছোট রাইস মিল চালিয়ে কোনমতে সংসার চালাতেন শামিম রেজা। হঠাৎ করে আলাদিনের চেরাগ হাতে পেয়ে বনে গেলেন কোটিপতি। কোটি টাকা খরচ করে গড়ে তুলেছেন হার্ডওয়ার ব্যবসা। যেভাবে পাইলিং দিয়ে ভবন তৈরি করছেন তাতেও খরচ হচ্ছে কোটি টাকার উপরে। ছোট ভাইকে রাজধানীর একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। মোটরসাইকেলে নতুন মডেল আসলেও সেটি হতে হয় শামিম ও তার ছোট ভাই সোহাগ রানার জন্য। বর্তমানে দুই ভাই দুটি ইয়ামাহা ব্র্যাণ্ডের আরওয়ানফাইভ মোটরসাইকেল ব্যবহার করেন। এলাকাতে কয়েক বিঘা জমিও কিনেছেন। বর্তমানে তিনি কক্সবাজারের ফাইভ

স্টার হোটেল ‘সাইমান’ এ অবস্থান করছেন বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। উচ্চ আদালত থেকে ৬ সপ্তাহের অন্তবর্তীকালীন জামিন পেয়ে ফুরফুরে মেজাজে সময় কাটাচ্ছেন। সাথে আছেন তার শিষ্য দিলিপ হালদারসহ কয়েকজন এজেন্ট। বর্তমানে কত টাকার মালিক তিনি তা কেউ জানে না। তার ছোট ভাই সোহাগ রানা মাঝে মাঝেই বিভিন্ন দেশে ঘুরতে যান। আর সকল কিছুই এসেছে অনলাইন জুয়ার দৌলতে। অনলাইন জুয়ার মাস্টার এজেন্ট হিসেবে যে কয়জন রয়েছেন শামিম রেজা তাদের একজন। তিনি নিজেই চালান একাধিক এজেন্ট চ্যানেল। খবর রয়েছে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে তিনি এগুলো পরিচালনা করছেন।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, শামিম রেজা করোনার প্রথম দিকে ওয়ান এক্স বেটে কাজ করলেও পরবর্তিতে রাশিয়ান কোম্পানী লাইনবেট কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করে একাই শুরু করেন অনলাইন জুয়ার ব্যবসা। কয়েকটি এজেন্ট নিয়ে কাজে লাগান বেশ কয়েকজন যুবককে। তার এজেন্ট হিসেবে কাজ করে ইতোমধ্যে পুলিশের কাছে আটক হয়েছে নিমাই হালদার, প্রসেনজিৎ হালদার, সুমন আলী ও সুমন নামের চার যুবক। নিমাই হালদার, সুমন আলী ও সুমন আদালতে শামিম রেজার হয়ে কাজ করেন বলে স্বাকারোক্তিও দিয়েছেন। প্রসেনজিৎ হালদার আদালতে স্বীকারোক্তী না দিলেও অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত একাধিক সূত্র তাকে শামিমের এজেন্ট বলে নিশ্চিত করেছেন।
অনুসন্ধানে আরো জানা গেছে, শামিম রেজা এজেন্ট হয়ে কাজ করেন তার ছোট ভাই সোহাগ রানা, নিমাই হালদারের চাচাত ভাই দিলিপ হালদার, কোমরপুর গ্রামের আজিবার আলীর ছেলে শিপলু রানা, কুদ্দুস আলীর ছেলে আকাশ আলী। তবে অনলাইন জুয়ার সংবাদ প্রকাশ হওয়া ও পুলিশের অভিযান শুরু হলে সকলেই এলাকা থেকে গা ঢাকা দিয়েছেন বলে জানা গেছে।
এজাহার থেকে জানা গেছে, শামিম রেজা পুলিশের এজাহার ভুক্ত অনলাইন জুয়ার অন্যতম আসামি। মামলার প্রধান আসামি বদুরুদ্দোজা রয়েলকে আটকের পর তার স্বীকারোক্তীতে শামিম রেজাসহ আরো ১৫ জনের নাম করে পুলিশের কাছে।
“অনলাইন জুয়ার দূর্গ” ক্যাটাগরি নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন ধারাবাহিকভাবে অনলাইন জুয়ার সাথে মাস্টার এজেন্টদের (রাঘববোয়াল) কার্যক্রম নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করে আসছে। সংবাদে ইতোমধ্যে প্রায় অর্ধশতাধিক অনলাইন জুয়ার নাম ও পরিচয় উঠে এসেছে। ক্রমান্বয়ে বাকিদের অনলাইন জুয়ার কার্যক্রম নিয়ে সংবাদ প্রকাশ হবে। যার অংশ হিসেবে মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধান অব্যহত রয়েছে। মেহেরপুর প্রতিদিনে ধারাবাহিকভাবে সংবাদ প্রকাশ হওয়ার কারণে উঠেপড়ে লেগেছে

পুলিশ প্রশাসন। এছাড়ার সরকারের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান অনলাইজ জুয়ারিদের নজরদারিতে রেখেছে বলে মেহেরপুর প্রতিদিনের কাছে সংবাদ রয়েছে।

জানা গেছে, বিট কয়েন বা ডিজিটাল মুদ্রার (ক্রিপ্টোকারেন্সি) মাধ্যমে অনলাইনে জুয়া খেলা হয়। অবৈধ পন্থায় ডিজিটাল মুদ্রা কেনাবেচার লেনদেনে দুই বছরে বছরে প্রায় ১০ থেকে ১২ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে বলে অনুমান করছে সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। রাশিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশে এই টাকা পাচার হয়েছে বলে জানান সংস্থ্যাগুলো। আর অনলাইন জুয়ার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হচ্ছে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রাম। যে গ্রাম থেকেই নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে পুরো দেশকে।
রাশিয়া থেকে পরিচালিত এসব অনলাইন জুয়ার সাইট ও অ্যাপস তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে মেহেরপুর জেলা শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যায়ে । এসব জুয়ার সাইট ও অ্যাপস ভার্চুয়ালি জুয়া খেলায় একেকটি এজেন্টের মাধ্যমে মাসে ৩ থেকে ৪ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে।

এর মধ্যে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি), সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টেগেশন সেল ইতোমধ্যে ১১ জনকে গ্রেফতার করেছে। ইতোমধ্যে জেলার অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত জুয়াড়িদের একটি তালিকাও প্রস্তুত করেছে পুলিশ। অনলাইন জুয়া বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেও তারা কাজ শুরু করেছেন।

পুলিশের একটি সুত্রটি জানায়, মেহেরপুর জেলার অনলাইন জুয়ার এই চক্রটির মাধ্যমে প্রতিমাসে ৩৮০ থেকে ৪০০ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে। সে হিসেবে বছরে হাজার হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থ পাচার হচ্ছে। যেটি অবৈধভাবে হুন্ডির মাধ্যমে যাচ্ছে বিদেশে।
তবে এ ব্যাপারে শামিম রেজার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে এলাকাই পাওয়া যায়নি। এমনকি তার বর্তমান ব্যবহৃত ফোন নম্বরও পাওয়া যায়নি।

জানা গেছে, মেহেরপুর জেলা থেকে দুই শতাধিক এজেন্ট অনলাইন জুয়া সাইটের মাধ্যমে রাশিয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাচার করছেন প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। আর এই অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত মেহেরপুরের সরকার দলীয় কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের কয়েকজন শীর্ষ নেতা, স্কুল ও কলেজের কয়েকজন শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেনীর প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তি।

কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং কয়েকজন সাংবাদিক নিয়মিত মাসোহারা নিতেন অনলাইন জুয়াড় সাথে জড়িত এজেন্টদের সাথে। তাদের মাসোহারা দিয়ে দেদারছে জুয়া খেলে কোটি বনে যাচ্ছেন এসব এজেন্টরা। আর পথে বসছেন হাজার হাজার তরুণসহ জুয়া খেলার জড়িত ব্যক্তিরা। মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানীতে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। তবে মেহেরপুর প্রতিদিনে ধারাবাহিক সংবাদ প্রকাশের পর তাদের মাসোহারা বন্ধ হয়ে গেছে। তাদেরও কপালেও দুশ্চিন্তার ভাঁজ দেখা দিয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, সঠিক নজরদারি না থাকায় অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে প্রতিদিনই কোটি টাকা পাচার হচ্ছে দেশের বাহিরে। এতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষতির পাশাপাশি বিপথে যাচ্ছেন তরুণ ও যুবকরা। এক মাসে একটি সিম (এজেন্ট) থেকে লেনদেন হচ্ছে কোটি টাকার উপরে। জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ও সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টেগেশন সেল যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে ইতোমধ্যে পুলিশ বিভিন্ন সময় অভিযান চালিয়ে ১১ জনকে আটক করে আইনের আওতায় নিয়ে এসেছে। শামিম রেজাও পুলিশের মামলার অন্যতম আসামি। তাকে দিয়ে ১২ জন অনলাইন জুয়ার এজেন্ট বর্তমানে কারান্তরিণ রয়েছেন।

তবে অনলাইন জুয়ার আদ্যপান্ত জানতে মেহেরপুর প্রতিদিননের সঙ্গেই থাকুন। ধারাবাহিকভাবে মেহেরপুর প্রতিদিন পাঠকদের সামনে অনলাইন জুয়ার সংবাদ তুলে ধরা হবে।(চলবে…)

অনলাইন জুয়ার সকল সংবাদের লিংঙ্ক নিচে

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক এজেন্ট সাদ্দাম আটক

ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরো চার হোতা আটক

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরও এক মাস্টার এজেন্ট পলাশ

বিএনপি নেতার দাফন সম্পন্ন, মৃত্যুকে ঘীরে নানা গুঞ্জন

চেক ডিজঅনার মামলায় কারাাণÍরীণ অবস্থায় মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি তোফায়েল আহমেদের হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়াকে কেন্দ্র করে মেহেরপুর শহরে শুরু হয়েছে নানা গুঞ্জন। বিএনপির নেতাদের দাবী কারাগারে বিএনপি নেতা তোফায়েলকে পরিকল্পিত হত্যা করা হয়েছে। তোফায়েলের মেয়ে তার বাবার মৃত্যুর জন্য সাংবাদিক মিজানকে দায়ী করে বিচার দাবী করেছেন।

এদিকে সোমবার বিকাল ৩ টার সময় মেহেরপুর সদর উপজেলার উজুলপুর গ্রামে নামাজে জানাযা শেষে ওই কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

এর আগে দুপুরের দিকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল কর্মকর্তার(আরএমও) নেতৃত্বে তিন সদস্যর চিকিৎসক দল ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করে লাশের স্যাম্পল রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ফরেনসিক ল্যাবে পাঠানো হয়েছে।

ময়না তদন্তের প্রতিবেদন পেলে হত্যাকান্ড সম্পর্কে পরিস্কার জানা যাবে বলে জানিয়েছেন আরএমও মোকলেসছুর রহমান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন, সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর-২ আসনের সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসসহ জেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দ ও অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন স্তুরের নেতাকর্মী।

এই মৃত্যুকে হত্যাকান্ড দাবী করে জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন বলেন, একজন আসামি অসুস্থ হলে তাদের অভিভাবককে জানাতে হবে। তোফায়েল একজন রাজনৈতিক নেতা। তার দলীয় নেতাদের জানাতে হবে। সেটি না করে মৃত্যুর ২ ঘন্টা পরে পরিবারকে জানানো হয়েছে। এর সুস্পস্ট ব্যাখ্যা দাবী করেছেন কারা কর্তৃপক্ষের কাছে। একই সঙ্গে এ হত্যাকান্ডের সুষ্ঠ তদন্ত দাবী করেছেন।

নিহত তোফায়েল হোসেনের মেয়ে তাহমিন রুশদি অভিযোগ করে বলেন,

আমার বাবার প্রতি অবিচার করা হয়েছে। আমার বাবা মেহেরপুরের সাংবাদিক মিজানের (মিজানুর রহমান, তিনি অনলাইন পোর্টালের সাংবাদিক) কাছে থেকে আড়াই লক্ষ টাকা সুদের মাধ্যমে ঋণ নিয়েছিলেন। সাংবাদিক মিজানকে সুদসহ আসল টাকা অনেক আগে পরিশোধ করা হয়েছিলো। কিন্তু তিনি সুদের সুদের জন্য চাপ দিতে থাকে। এক পর্যায়ে তাকে দেওয়া ব্যাংকের চেক ডিজঅনার দেখিয়ে আব্বুর বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন। সেই মামলায় আমার আব্বুর জেল হয়েছিলো। আমি সাংবাদিক মিজানের বিচার চাই।

তাহমিন রুশদি আরো বলেন, আমার বাবা সুস্থ ছিলেন। কখন কিভাবে অসুস্থ হলেন আমরা জানিনা। জেলখানা থেকে তার মৃত্যুর খবরও আমাদের জানানো হয়নি। রাত সাড়ে ১০ টার দিকে ফেইসবুক ও সাংবাদিকদের মাধ্যমে বাবার মৃত্যুর বিষয় নিশ্চিত হয়ে আমরা হাসপাতালে আসি। এরপর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে আমার বাবার মৃতদেহ পাই।

তবে, অভিযুক্ত সাংবাদিক মিজানুর রহমান বলেন, তোফায়েলের মেয়ের অভিযোগ ভিত্তিহীন। তোফায়েল আমার কাছে থেকে ৭ লাখ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। সাবেক এমপি মাসুদ অরুন মিমাংসা করে দেওয়ার পর তিনি ৬ লাখ টাকার চেক দিয়েছিলেন। আমি সবার অনুরোধে তাকে ১ লাখ টাকা মাফ করে দিয়েছি। সেই চিক ডিজঅনার মামলায় তার ৮মাসের জেল হয়। তোফায়েল জেলে যাওয়ার পরেও মাসুদ অরুন আমাকে বিষয়টি মিটিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেছে। আমি সেটা করতেও চেয়ছি।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি রফিকুল ইসলাম বলেন, ময়নাতদন্ত শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত রবিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিটে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে কারাগারের নিজস্ব গাড়িতে করে তাকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ৮টা ২৫ মিনিটে তিনি মারা যান।

মেহেরপুর জেলা কারাগারের সুপার মোখলেসুর রহমান জানান, তিনি এনআই আইনের একটি মামলায় ৮ মাসের সাজাপ্রাপ্ত আসামি ছিলেন। গত ৩০ মে তাকে আদালত কারাগারে পাঠায়।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকের বরাত দিয়ে জেল সুপার মোখলেসুর রহমান জানান, তিনি মাইক্রো কার্ডিয়াক ইনফেকশনে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।

মেহেরপুর কারাগারে জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি তোফায়েলের মৃত্যু

মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি তোফায়েল আহমেদ জেলা কারাগারে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

রবিবার সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিটে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে কারাগারের নিজস্ব গাড়িতে করে তাকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ৮টা ২৫ মিনিটে তিনি মারা যান।

মেহেরপুর জেলা কারাগারের সুপার মোখলেসুর রহমান জানান, তিনি এন আই মামলার ৮ মাসের সাজাপ্রাপ্ত আসামি ছিলেন। গত ৩০ মে তাকে আদালত কারাগারে পাঠায়। তিনি শারিরীক ভাবে অসুস্থ থাকায় প্রতিদিন অনেক পরিমানে ওষুধ সেবন করতেন।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকের বরাত দিয়ে জেল সুপার মোখলেসুর রহমান জানান, তিনি মাইক্রো কার্ডিয়ালে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।

কুষ্টিয়ায় চলন্ত ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ, যুবক কারাগারে

কুষ্টিয়া শহরে রাজশাহী থেকে ছেড়ে আসা ফরিদপুরগামী মধুমতি এক্সপ্রেস ট্রেনে পাথর নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। পাথর নিক্ষেপের ঘটনায় সুমন আলী (২৪) নামের এক যুবককে আটক করেছে রেলওয়ে থানা পুলিশ।

শুক্রবার বেলা ১১টার সময় কুষ্টিয়া কোর্ট স্টেশন এলাকায় চলন্ত ট্রেনে পাথর নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। এতে ট্রেনের জানালার কাঁচ ভেঙে এক যাত্রী আহত হন। আটক সুমন আলীর বাড়ি সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলার বাসিন্দা।

পোড়াদহ রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনজের আলী বলেন, সকালে কুষ্টিয়া কোর্ট স্টেশন এলাকায় মধুমতি ট্রেনে পাথর নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। এতে ট্রেনের এক যাত্রী আহত হন।

পরে পুলিশ পাথর নিক্ষেপের দায়ে সুমন নামের একজনকে আটক করে। তার বিরুদ্ধে রেলওয়ে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, সুমন একজন ভবঘুরে। আদালতের মাধ্যমে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে ৬৫ পিস ইয়াবাসহ কারারক্ষী আটক

মেহেরপুর শহর সংলগ্ন খন্দকারপাড়ায় জেলা কারাগারের পাশে অভিযান চালিয়ে ৬৫পিস ইয়াবাসহ আব্দুল আলিম বিশ্বাস নামের এক কারারক্ষীকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।

মঙ্গলবার সন্ধা ৬ টার দিকে ডিবি পুলিশের ওসি জুলফিকার আলীর নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করেন।

আটক আব্দুল আলিম বিশ্বাস মেহেরপুর জেলা কারাগারের কারারক্ষী হিসেবে কর্মরত রয়েছেন, তাঁর আইডি নাম্বার ৪১৯১১। তিনি কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলা হাসপাতাল পাড়ার তজির উদ্দিন বিশ্বাসের ছেলে।

অভিযানে আরও উপস্থিত ছিলেন ডিবি পুলিশের এস আই অজয় কুমার কুন্ডু, এ এস আই জসিম, মাহাতাবসহ ডিবি পুলিশের কয়কজন সদস্য।

ওসি জুলফিকার আলী জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর খন্দকারপাড়ায় ইয়াসিন আলীর মালিকানাধীন একটি বাড়ি থেকে ৬৫ পিচ ইয়াবাসহ আব্দুল আলিম বিশ্বাস নামের এক কারারক্ষীকে আটক করা

হয়েছে। আটক আব্দুল আলিম বিশ্বাস ওই বাড়িতে ভাড়ায় থাকেন। তিনি মেহেরপুর জেলা কারাগারের কারারক্ষী হিসেবে কর্মরত আছেন।

ওসি আরও জানান, আব্দুল আলিম বিশ্বাস এর আগেও নড়াইলে কারারক্ষীর দায়িত্ব পালন করার সময় দায়িত্বে অবহেলার কারনে ৭ মাস সাময়িক বরখাস্ত ছিল।

মেহেরপুর জেলা কারাগারের জেলার শরিফুল আলম জানান, আগামিকাল কারাগারে আসলে তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করা হবে এবং বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুর জেলা কারাগারে বন্দিদের খাওয়ানো হলো শীতের ভাপা পিঠা

মেহেরপুর জেলা কারাগারে কয়েদিদের মাঝে বাঙ্গালীর শীতকালীন ভাপা পিঠা পরিবেশন করা হয়েছে।

বুধবার সকালে মেহেরপুর জেলা কারাগারের কারা কর্তৃপক্ষ এএসএম কামরুল হুদা বন্দিদের মাঝে ঐতিহ্যবাহী পিঠা পরিবেশন করেন।

কারা কর্তৃপক্ষ (জেল সুপার) এএসএম কামরুল হুদা জানায়, বুধবার সকালে ২৩১ জন পুরুষ ও ৬ জন নারী বন্দিকে পিঠা খাওয়ানো হয়।

কারাগারের মধ্যে শীতের পিঠা খেয়ে অনেক খুশি বন্দিরা। পিঠা বিতরণের সময় কারা অভ্যন্তরের সকল কারা রক্ষীসহ কর্মকর্তা কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

মে প্র/আর পি